# শিল্পী শাম্মী ইয়াসমিন এর

## প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী

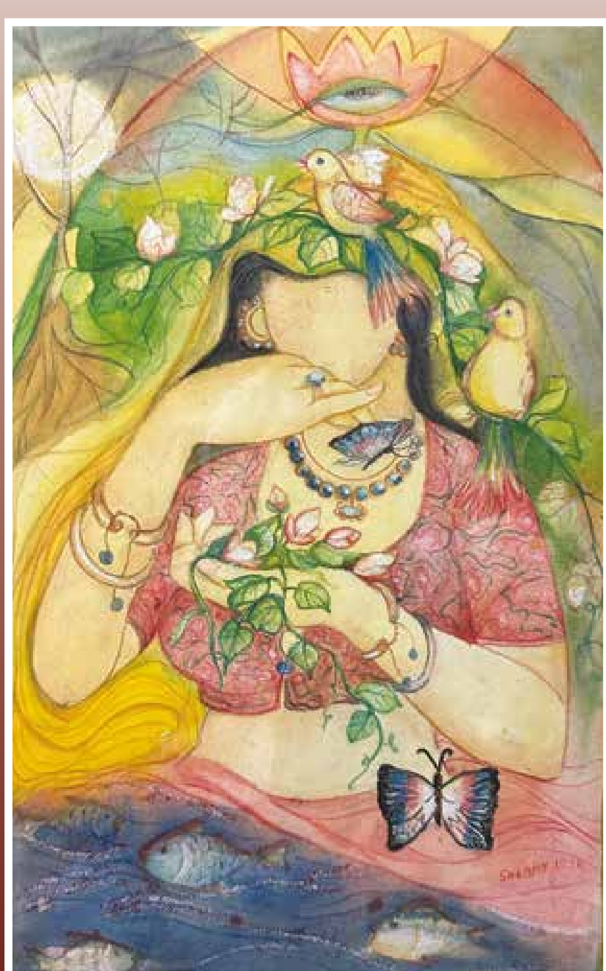

# ঋতু রঙে আঁকা

## PAINTED THROUGH THE SEASONS

১৮ – ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬

চিত্রশিল্পী শাম্মী ইয়াসমিন চিত্রকলা চর্চায় একজন নিবেদিত প্রান। শিল্পীর বিভিন্ন সময়ে আঁকা চিত্রকর্ম নিয়ে প্রদর্শনী। চিত্রকর্ম গুলোর মাধ্যম জলরঙ, এবং জলরঙে ধৌত পদ্ধতি ও গোয়াস পদ্ধতি। চারুকলা শিক্ষায়াতনে প্রাচ্যকলা বিভাগে অধ্যায়নে যেসব মাধ্যম গুলোতে নিজেকে যথাযথভাবে অভিজ্ঞ করতে সক্ষম হয়েছেন, সেসব অর্জনকে সমন্বয় করে শিল্পী শাম্মী ইয়াসমিন নান্দনিক সুষমায় নিজের অন্বেষাকে মুর্ত করে তুলতে পেরেছেন। বাংলার রমনীকুলের মাধুর্য ও সৌন্দর্যমন্ডিত মুখাবয়ব এর ছান্দসিক দেহসৌষ্ঠবর, রূপ, অভিব্যক্তিকে নিজের শিল্পবোধের কারিশমায় বাঙময় করে তুলতে পেরেছেন। একই সঙ্গে নিসর্গের রূপকে চিত্রে বিবৃত করেছেন এক অপরূপ চিন্তার প্রকাশে। ভিন্ন মাধ্যমের চিত্রকর্মগুলো ও শিল্পীর সুনির্দিষ্ট চিন্তাপ্রসূত এবং প্রদর্শনীর মানে যথাযথ সংযোজন। শিল্পী শাম্মী ইয়াসমিনের এই চমৎকার প্রদর্শনীর আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। চিত্রকর্মগুলো দেখে শিল্পীর অনুসন্ধিৎসু বোধের বিকাশ ও চর্চার ক্ষেত্রে মেধাকে যুক্ত করে পরীক্ষা নিরীক্ষার আভাষ শিল্প চিন্তকদের, বিশেষ বিশেষ দর্শকদের আশান্বিত করে মোহিত করে। আমি আশাবাদি আগামীতে শাম্মী ইয়াসমিন তার চর্চা প্রসূত নতুন নতুন সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের শিল্পচেতনাকে সমৃদ্ধ করবেন।

হাসেম খান
ইমেরিটাস অধ্যাপক, প্রাচ্যকলা বিভাগ
চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শাম্মী ইয়াসমিন-এর সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের প্রাচ্যকলার ছাত্রী হিসাবে প্রথম পরিচয়। ১৯৭৩ সালে প্রি-ডিগ্রী ক্লাসে এবং পরে প্রাচ্যকলা বিভাগ থেকে বি এফ এ ডিগ্রী (১৯৭৮) পাশ করে শিক্ষা জীবন শেষ হয়। খুবই শান্ত এবং নম্র স্বভাবের মেয়ে। ছবি আঁকা ছাড়াও নৃত্য কলার প্রতি তার প্রচুর আগ্রহ ছিল। প্রায় সব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতো এবং প্রসংসিত হতেও দেখেছি।

শিক্ষা জীবন শেষ করে বিসিকের নকশা কেন্দ্রের একজন শিল্পী হিসাবে তার কর্ম জীবন শুরু। কাজের ফাঁকে তার ছবি আঁকার কাজটিও চালিয়ে গেছে এবং সুযোগ পেলেই বিভিন্ন প্রদর্শনীতেও অংশ গ্রহণ করেছে। আগের সবগুলি প্রদর্শনী ছিল গ্রুপ প্রদর্শনী। আজকের এই প্রদর্শনীটি তার প্রথম একক প্রদর্শনী। নিয়মিত কাজ করায় তার কাজে অনেক পরিবর্তন এসেছে। আশাকরি সবার ভাল লাগবে। প্রদর্শনীর সাফল্য কামনা করছি।

আবুল বার্‌ক আলভী
অধ্যাপক, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

## স্মৃতি কোণে আমার আর্ট কলেজ

কীভাবে যে আমার নিজের কথা আরম্ভ করব, ভেবে পাচ্ছি না। আমি লেখায় ও বলায় অতটা পারদর্শী নই। তারপরও কিছুটা সময় নিয়ে নিজের স্মৃতি থেকে লিখতে চেষ্টা করছি।

বাংলাদেশ মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় লাভ করে। পরবর্তীতে বাঙালি জাতির সকল চিন্তা-চেতনা ও ভাবনার মধ্যে দিয়ে একটি নতুন শিল্প-সংস্কৃতির চর্চার নবজোয়ারের প্রতিফলন ঘটে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৩ সালটি ছিল আমার জীবনের একটি কাকতালীয় ঘটনা। ওই সালে আমি বুলবুল ললিতকলা একাডেমি (ওয়াইজঘাট) থেকে নৃত্যকলায় ডিপ্লোমা পাশ করি। একই বছর আর্ট কলেজে ভর্তি হই। আমার মা আমাকে ৫ বছর বয়সে বুলবুল একাডেমিতে নাচ শেখার জন্য ভর্তি করিয়ে দেন। আমি নাচের প্রতি ভীষণ আগ্রহী ছিলাম। বুলবুল একাডেমিতে ছোটদের নাচের ক্লাসের পর কাঁদামাটি দিয়ে যেকোনো একটি জিনিষ তৈরি করাতেন, কখনো আবার ড্রয়িং শিখাতেন। আমি বাসায় এসে রং-তুলি দিয়ে ছবি আঁকার চেষ্টা করতাম।

স্বাধীনতার পূর্বে তৎকালীন সময়ে ডি.আই.টি. ভবনে অবস্থিত টেলিভিশনে ছোটদের নাচের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতাম। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সাল থেকে বুলবুল ললিতকলা একাডেমির পরিচালনায় রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় এবং সরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন নাচের অনুষ্ঠানে দলীয়ভাবে অংশ নিতাম। বাংলাদেশ টেলিভিশনে আমার নাচের রিহার্সাল ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে থাকতে হতো। অন্যদিকে আর্ট কলেজে ছবি আঁকার ক্লাসও চালিয়ে যেতাম। সেই সময়ে আর্ট কলেজের পরিবেশ অত্যন্ত সুন্দর ছিল। আমাদের সময়ে ছাত্র রাজনীতি ছিল না। তখন ঢাকা শহরে গান, বাজনা, কবিতা, নাটক, নাট্যদল গড়া এবং যুবসমাজের ব্যান্ড গানের দল তৈরির দিকে প্রবল ঝোঁক ছিল। তখন সাধারণ মানুষের আর্ট কলেজে প্রবেশের অনুমতি ছিল না। ভর্তি হওয়ার পর কলেজের অবকাঠামো দেখে আমি একেবারে আত্মহারা হয়ে যাই। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন স্যারের প্রচুর পরিশ্রমের ফল এবং তাঁর সঙ্গে শিল্পগুরু শফিউদ্দিন স্যার, পটুয়া কামরুল হাসান স্যার, আনোয়ারুল হক স্যার, কিবরিয়া স্যার প্রমুখ। এমন সুন্দর কলেজ গড়ে তোলার সহযোগিতা করেছেন। ক্যাম্পাসটি ছিল প্রকৃতিঘেরা, অপূর্ব ফুলের বাগানের সমাহার, বিভিন্ন প্রকার লতাপাতা ও গাছগাছালিতে ভরা। ছাত্রছাত্রী দের স্কেচ, ড্রয়িং ও ছবি আঁকার জন্য একটি মিনি চিড়িয়াখানা এবং ছোট-বড় পুকুর ছিল। কলেজের স্থাপত্য নকশা আমার মনকে আপ্লুত করেছিল।

আমার একটি ঘটনার কথা খুব মনে পড়ে। প্রথম বর্ষে ভর্তি হওয়ার পর কলেজে মাহমুদুল স্যারকে ভীষণ ভয় পেতাম। প্রশাসনের দিক দিয়ে তিনি খুব কড়া ছিলেন। একদিন আমাকে ক্লাসে বললেন, "কী ম্যাডাম, শুধু নাচ করলেই চলবে? পাশ করতে হবে না?" ভয়ে আমার সারা রাত ঘুম হয়নি। যদি ফেল করিয়ে দেন। তখন আর্ট কলেজকে আমরা আমাদের প্রাণভোমরার মতো দেখতাম। কখন সকাল হবে, কখন কলেজে যাব, সেই অপেক্ষায় থাকতাম। আমরা সবাই একটি পরিবারের মতো ছিলাম। কেউ একজন কলেজে না আসলে তার অনুপস্থিতি বোঝা যেত। নবীনবরণ এলে আমার নাচের রিহার্সালের ডাক পড়ত। তখন ছাত্র আহ্বায়ক ছিলেন শিল্পী সুবীর চৌধুরী, প্রাক্তন পরিচালক, শিল্পকলা একাডেমি। তিনিই ছাত্রছাত্রীদের এবং কলেজের কল্যাণমূলক কাজের সবকিছু দেখতেন। পরবর্তীতে শিল্পী আইনুল হক মুন্না ভাই, শিল্পী আফজাল হোসেন ভাই (মিডিয়া ব্যক্তিত্ব), শিল্পী রণজিৎ দাশ সবাই কলেজের যেকোনো অনুষ্ঠানে আন্তরিকতার সঙ্গে নিবেদিত থাকতেন।

একবার কলেজের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে আমি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতিনাট্য 'চণ্ডালিকা' পরিচালনা করি। অনুষ্ঠানের গীতিনৃত্যে চরিত্রের কারণে ছেলে নৃত্যশিল্পীর প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন কলেজের অনেক ছেলেকে নাচ শিখিয়ে মঞ্চে তুলেছিলাম। সেই সময়ে কলেজের যেকোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান ও কবিতা আবৃত্তিই বেশি হতো। অনেক ছাত্রছাত্রী অপূর্ব পরিবেশন করতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কণ্ঠশিল্পী শিমুল বিল্লাহ, সাধনা আপা, চিত্রা সুলতানা, আব্দুস সাত্তার ভাই (পল্লীগীতি), রণজিৎ দাশ (রবীন্দ্রসংগীত), মামুনুল হক টুটু ভাই, ইয়াকুব খান (খোকা ভাই) প্রমুখ।

আমার মা সুন্দর ছবি আঁকতে পারতেন। আমার বড় ভাই (রুমি) তখন BUET-এর ছাত্র। তিনি বিভিন্ন প্লাস্টিকের থালা-বাসনে নকশা এঁকে দোকানে দিতেন। আমি সেই নকশাগুলো মন দিয়ে খেয়াল করতাম। আমার পরিবারে নাচ, গান ও ছবি আঁকার পরিবেশ ছিল। বড় বোন ডা. ডালিয়া নিলুফার বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে নৃত্যকলা বিষয়ে অনেক কিছু শিখতে ও জানতে পেরেছি।

আমি ঢাকা আর্ট কলেজে ভর্তি হই, তখন দীপা হক নামে আমার এক ক্লাস সিনিয়র দেখতে যেমন সুন্দরী তেমন মেধাবী। তার sketch, drawing অপূর্ব ছিল। এমনটা চারুকলায় আর দেখা যায় নাই। শ্রদ্ধেয় শফিকুল হোসেন স্যারকে অধ্যক্ষ হিসেবে পাই। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র ও মার্জিত স্বভাবের। তখন কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার নিয়ম ছিল, প্রথমে দুই বছর প্রি-ডিগ্রী পাশ করে তবেই উচ্চ ক্লাসে ভর্তি হতে হতো স্নাতক ডিগ্রীতে। আমি প্রাচ্যকলা (Oriental Art) বিভাগ থেকে ১৯৭৮ সালে বি.এফ.এ. পাশ করি। প্রাচ্যকলা বিভাগ প্রথমদিকে যাঁরা গড়ে তোলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ অধ্যাপক জনাব আমিনুল ইসলাম স্যার ও অধ্যাপক জনাব হাসেম খান স্যার। পরবর্তীতে জনাব আবদুস সাত্তার স্যার ভারত থেকে উচ্চশিক্ষা শেষ করে প্রভাষক হিসেবে প্রাচ্যকলা বিভাগে যোগদান করেন। তখন আবদুস সাত্তার স্যার আমাদের সাতজন ছাত্রছাত্রীকে খুব যত্ন সহকারে ছবি আঁকা শিখাতেন। তবে আমাদের ক্লাসের বন্ধু নাসরীন বেগম ভীষণ মেধাবী ছিলেন। আর্ট কলেজের বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনীর ইতিহাসে প্রাচ্যকলা বিভাগ থেকে তিনিই প্রথম জয়নুল আবেদিন শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাঁর কাজ দেখে আমরা সবাই খুব অনুপ্রাণিত হতাম। পরে উক্ত বিভাগেই শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন।

প্রি-ডিগ্রীতে অধ্যয়নকালে আমরা যখন প্রাথমিক শিক্ষানবিশ তখন কয়েকজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগনের কথা না বললেই নয়। তাঁদের অবদানের কথা চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমি স্মরণ করি। যেমন জনাব মাহমুদুল হক স্যার, জনাব মাহবুবুল আমিন স্যার বেশ কড়া ছিলেন। দেরি করে ক্লাসে আসলে ক্লাস থেকে বের করে দিতেন। জনাব শহীদ কবির স্যার এবং জনাব গিয়াসউদ্দিন স্যার ও জনাব আবুল বারক আলভী স্যার উনি আমাদের গ্রাফিক শাখায় উডকাট, এচিং, ড্রাই পয়েন্ট শিক্ষা দিতেন। তাঁরা খুব ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও নবীন প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেছিলেন। তাঁরা মূলত প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের (প্রি-ডিগ্রী) ছাত্র ছাত্রীদের পেন্সিল ড্রয়িং, স্কেচ এবং জলরঙে আঁকার কলাকৌশলের ভিত্তি অত্যন্ত যত্নসহকারে শিক্ষা দিতেন। বিশেষ করে গিয়াসউদ্দিন স্যার জলরঙে এবং শহীদ কবীর স্যার স্কেচ, স্টিল লাইফ, বার্ডস স্টাডি কাঠের ডংকিতে বসে হাতে-কলমে শেখাতেন। কখনো কখনো গিয়াসউদ্দিন স্যার ছাত্রদের জলরঙে ছবি আঁকার জন্য আউটডোরেও নিয়ে যেতেন। আমরা উল্লেখিত স্যারদের খুব শ্রদ্ধা করতাম এবং কিছুটা ভয়ও পেতাম। তখন বাটিক প্রিন্ট এর একটা শাখা ছিল। শিক্ষক জনাব জনাবুল ইসলাম স্যার হাতে ধরে কাপড়ে বাটিকের নকশা করে দেখাতেন।

পরিবেশ এত সুন্দর ছিল যে সবার কাছ থেকে আমরা স্নেহ, ভালবাসা ও সহযোগিতা পেয়েছি যেমন- কলেজের লাইব্রেরীয়ান আয়েশা আপা ও জাহানারা আপা, ছবি আকার এবং থিওরী ক্লাসে পড়ার জন্য দামী দামী বই আমাদের দিতেন। কলেজের বাগানের মালী থেকে শুরু করে স্টাফরা পর্যন্ত আমাদের অনেক ভালোবাসতেন অনেক সহযোগিতা করতেন। অফিস আধিকারিক এর মধ্যে Accountent জনাব কবীর ভাই জনাব সরোয়ার ভাই তাঁদের মহানুভবতার কথা ভোলার মতো নয়। আমাদের মাসে বেতন ছিল ১০ টাকা আর আমরা তখন stipend পেতাম ৭৫ টাকা, তাঁরা বকেয়া বেতনের জন্য তাগাদা দিলে বলতাম অভাবে আছি পরে দিব। উল্লেখ্য যে, এক সময় কলেজ কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থায় প্রথম বিদেশ হতে winson Newton company- এর রঙ আমাদের ছবি আঁকার জন্য আনা হলে, Accountent জনাব কবীর ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে রঙ বিলি করা হতো। আমাদের টাকা দিয়ে কিনতে হতো। আমরা ছবি আঁকার জন্য রঙের অভাব হলে বাকীতে কবীর ভাই ম্যানেজ করতেন। Admin জনাব সরোয়ার ভাই আমাদের বৃত্তির টাকা জোগারের জন্য অনেক পরিশ্রম করতেন। তারা ছাত্রছাত্রীদের দুঃখ কষ্ট বুঝতেন ভালোবাসতেন। আমরা তাঁদের কাছে অনেক কৃতজ্ঞ।

আমি আর্ট কলেজ থেকে পাশ করার পর প্রায় ৩২ বছর সরকারি বিসিক (BSCIC) করপোরেশনের, ডিজাইন সেন্টার শাখায় চাকরিতে নিয়োজিত ছিলাম। সেখানে আমি নকশাবিদ হিসেবে যোগদান করি, যেখানে আমার শিক্ষাজীবনের অভিজ্ঞতা ও মেধার প্রমাণ রাখার চেষ্টা করেছি। তবে আমি কখনো ছবি আঁকার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম না। আমি জাতীয় পর্যায়ের এবং বিভিন্ন শিল্পীগোষ্ঠী ও সংগঠনের চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করি পরিশেষে বলতে চাই, আমি ১৯৭৮ সালে সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে প্রাচ্যকলা বিভাগে বি.এফ.এ. ডিগ্রী অর্জন করি। আজ প্রায় ৪৮ বছর পেরিয়ে গেছে। প্রায় দশ বছর হলো চাকরি থেকে অবসরে আছি এবং নিয়মিত ছবি আঁকার চেষ্টা করছি। কোনো দিন ভাবিনি যে আমার একক চিত্র প্রদর্শনী করার সুযোগ হবে। বর্তমানে আমার বিভিন্ন সময়ের আঁকা বিভিন্ন মাধ্যমের অনেক ছবি জমা হয়ে যায়। আমার কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী ও চিত্রশিল্পী বন্ধুগন এবং পরিবারের উৎসাহে আমার প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী করার সিদ্ধান্ত নেই। আমার আঁকা ছবিগুলো খুব সহজ-সরল। ছোট-বড় নানা বয়সের দর্শকদের আশা করি ভালো লাগবে। উল্লেখ যে, যারা আমার চিত্রপ্রদর্শনীর সার্বিক আয়োজনে কঠোর পরিশ্রম ও সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতি আমার অফুরান ভালোবাসা ও চিরকৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ধন্যবাদান্তে

শিল্পী শাম্মী ইয়াসমিন

সখী, জলরঙ, ৪০x৬৫ সে.মি. ২০০১

অপ্সরী, জলরঙ, ৩৯x৫৬ সে.মি. ২০২৪

ফুলের বাগান, এক্রেলিক, ৫১x৬১ সে.মি. ২০২৬

প্রজাপতি ও ফুল, এক্রেলিক, ৬১x৬১ সে.মি. ২০২৬

বসন্ত, এক্রেলিক, ৬১x৬১ সে.মি. ২০২৬

পাখী যুগল, জলরঙ, ২৯x৪০ সে.মি. ২০২৮

মুগ্ধতায় সাদা ফুল ,এক্রেলিক, ৫১x৬১ সে.মি. ২০২৬

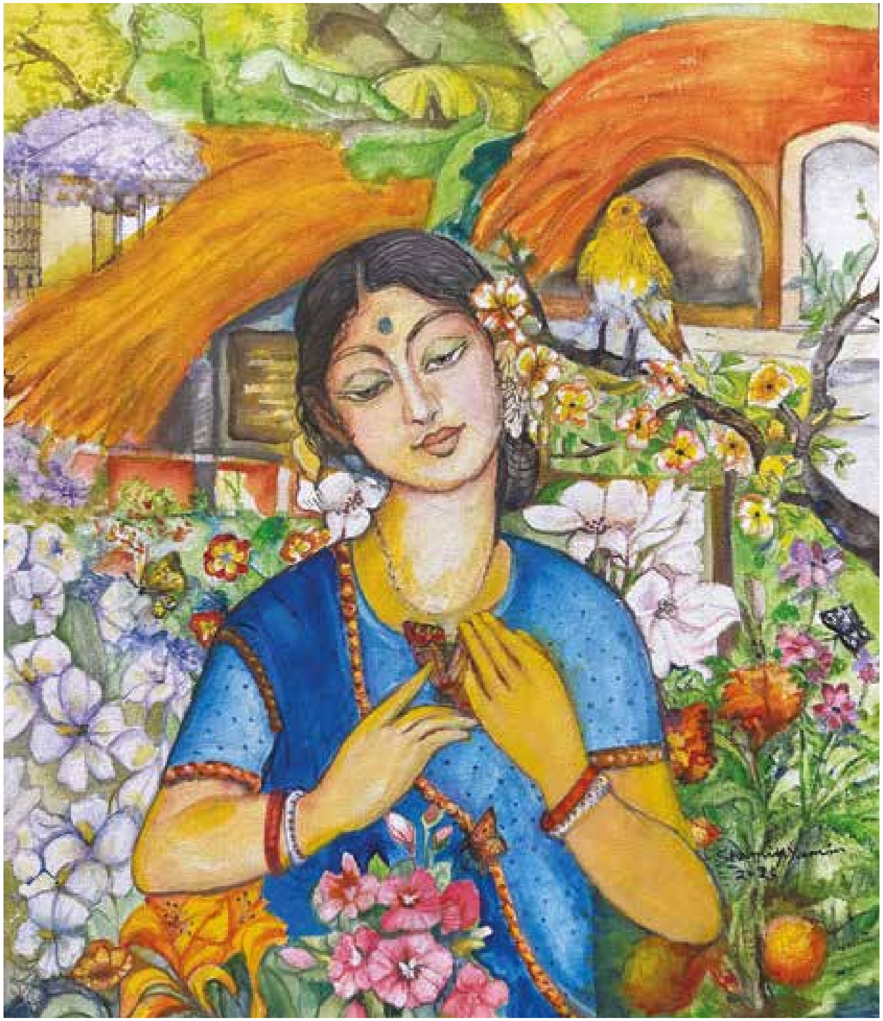

প্রকৃতি ও নারী, এক্রেলিক, ৫১x৬১ সে.মি. ২০২৬

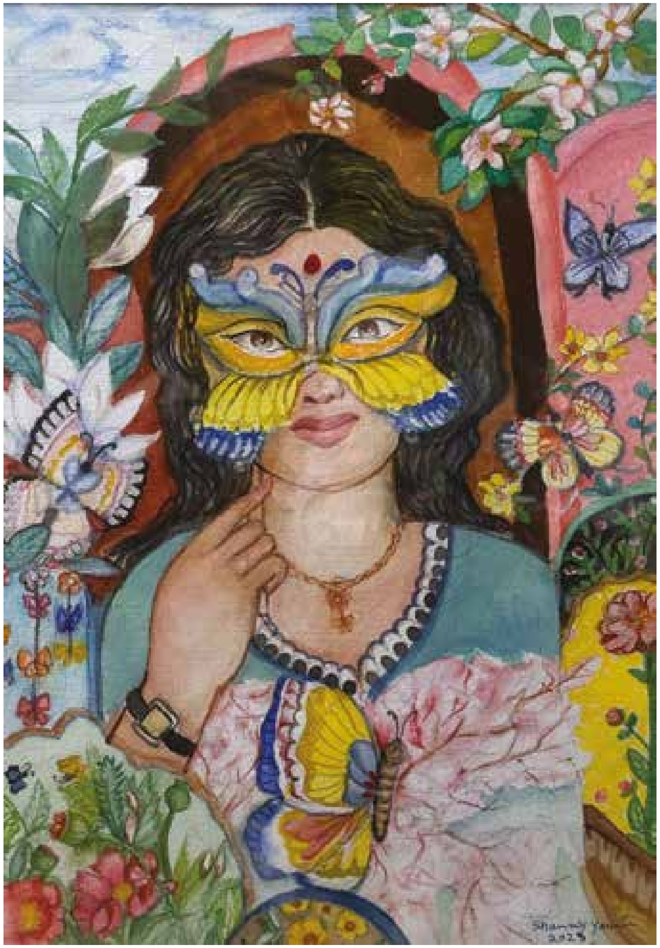

মুখ ও মুখোশ, জলরঙ, ২৭x৩৬ সে.মি. ২০২৪

অভিনেত্রী, জলরঙ, ২৭x২৯ সে.মি. ২০২৫

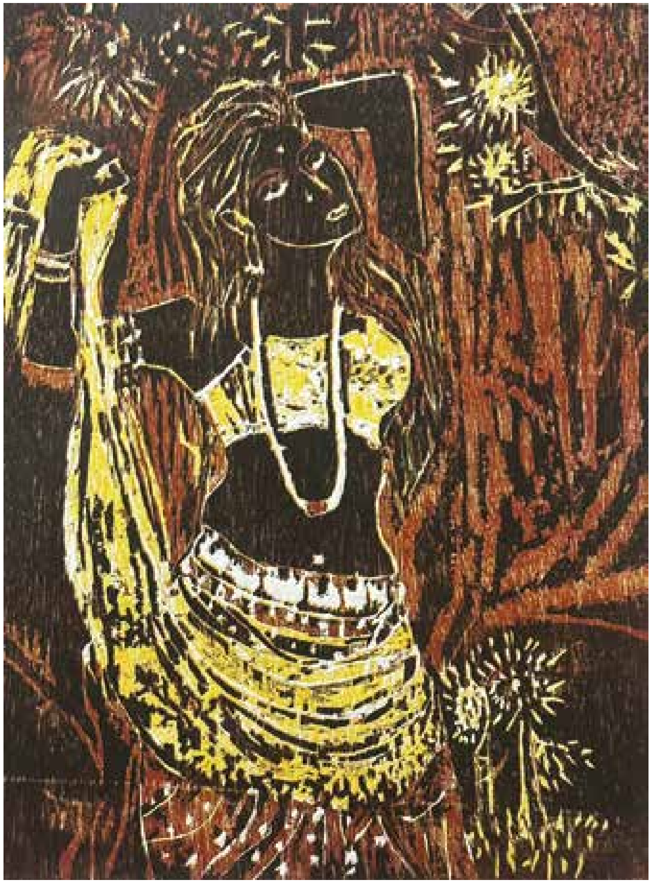

নৃত্যরত রমনী, উডকাট, ৩০x৪০ সে.মি. ২০১৯

শাহজাদী, উডকাট, ৪৬x৬১ সে.মি. ২০২২

এক অনিন্দ্য সুন্দর মনের অধিকারী আমার অতি কাছের প্রিয় চিত্রশিল্পী শাম্মী ইয়াসমিন। সহজ, সরল, মানবিক, আধুনিক উদারমনা এই শিল্পী সহজাত ভাবেই তার সকল আবেগ প্রকাশ করতে অভ্যস্ত। তাই রক্তের বা আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও সংবেদনশীল এই মানুষটি সবাইকে অতি সহজেই আপন করে নেন। বয়সের ব্যবধানেও বন্ধুত্ব গড়ে তোলেন, এবং সময়ের পথপরিক্রমায় তা টিকেও যায়। কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা তাকে রং তুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। স্বামী সন্তান নিয়ে গৃহী এই শিল্পী যাপিত জীবনের মধ্যেই এমন ভাবে শিল্পকর্মে নিমগ্ন থাকেন যে, একের পর এক দৃশ্যমান হয় নিজস্ব বৈশিষ্টমন্ডিত নান্দনিক সৃষ্টি সকল। নিজেকে যশ খ্যাতির লোভের প্রতিযোগিতার উর্ধ্বে রেখে সৃষ্টিশীল এই মানুষটি নিয়মিতভাবে মনের আনন্দে ক্যানভাসে রংতুলির আঁচড় কেটে চলেছেন, যা দেখে আনন্দ পেতে শিল্পবোদ্ধা হতে হয় না, একরাশ মুগ্ধতা নিয়ে তার পরবর্তী সৃষ্টির জন্য অপেক্ষায় থাকতে হয়।

মালেকা বানু

সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

---

## প্রজপতির রঙীন পাখায়

সহজ সরল সদা হাস্যময়ী শিল্পী শাম্মী ইয়াসমিন তার প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে যাচ্ছে সেপ্টেম্বরের ১৮ তারিখ ২০২৬। প্রদর্শনী ১০দিন পর্যন্ত চলবে। শাম্মী তার চিত্র প্রদর্শনীর নাম দিয়েছে "ঋতু রঙে আঁকা"। খুবই সুন্দর এবং যথোপযুক্ত নামটি হয়েছে। কারণ ওর আঁকা ছবি, ফুল, প্রজাপতি খোলা আকাশ এবং নানা রং সারা ছবিতে ঘুরে বেড়ায়, ঠিক ওর মনেরই মতো। শাম্মীর আঁকা ছবিতে ফুল, প্রজাপতি উজ্জ্বল মনোমুগ্ধকর রং, একবার হলেও সবাইকে একটা সুন্দর পরিবেশে নিয়ে যাবে। শিল্পী শাম্মী তার আঁকা ছবির মতোই সুন্দর মনের অধিকারী। ১৯৭৮ এ ঢাকা চারুকলা থেকে প্রাচ্যকলা বিভাগ থেকে পাস করে বিসিকে চাকরি করে কোনদিন ছবি আঁকা থেমে থাকেনি। সব সময় বিভিন্ন দলীয় প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছে।
প্রতিদিন ছবি আঁকতে বসা তার নিয়মিত রুটিনের মতো। শিল্পী শাম্মী ইয়াসমিন তার সব আনন্দ, মনের তৃষ্ণা ও খোরাক মেটায় এই ছবি আঁকার মাধ্যমে। আমি তাকে খুব কাছ থেকে চিনেছি ২০১৫ সালে কলাকেন্দ্রে ছাপচিত্রের কাজ করার সময়। হাজার কষ্ট, অসুস্থতা ও অসুবিধাতেও সে একটা ছবি প্রিন্ট করে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হতে দেখেছি।

শাম্মী সমকাল সংগঠনে দীর্ঘকাল ধরে জড়িত আছে। ২০১৮ সালে আমরা কয়েকজন "বন্ধু" নামে একটা সংগঠন করি, এটাতেও শাম্মী প্রথম থেকেই এখন পর্যন্ত একসাথে কাজ করে যাচ্ছে এবং খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'বন্ধু' গ্রুপের সকল প্রদর্শনীতে সে অংশগ্রহণ করে আসছে।

এই প্রদর্শনীতে তার প্রায় ৫০-৬০টি ছবি আছে। কোনটা জল রং, কোনটা এক্রেলিক, ড্রইং, এবং গ্রাফিক্সের কাজ। আশাকরি শিল্পী শাম্মী ইয়াসমিনের প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনী আপনাদের সবার খুব ভাল লাগবে।

"ঋতু রঙে আঁকা" এই নামে মনোমুগ্ধকর প্রদর্শনী সার্থক হবে তখনই যখন আপনাদের এবং আমাদের সবার উপস্থিতি শিল্পী শাম্মী ইয়াসমিনকে উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণা জোগাবে। "বন্ধু" গ্রুপের পক্ষ থেকে শিল্পী শাম্মী ইয়াসমিনের এই একক চিত্র প্রদর্শনীর জন্য শুভকামনা ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

শিল্পী জ্যোৎস্না মাহবুবা

## শাম্মী ইয়াসমিন (Shammy Yasmin)

জন্ম: ১ মার্চ ১৯৫৮
অবসর: এসিস্ট্যান্ট চিফ ডিজাইনার, ডিজাইন সেন্টার, বিসিক, ঢাকা ।
শিক্ষা: ১৯৭৮ বি এফ এ (স্নাতক) প্রাচ্যকলা বিভাগ, চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।

প্রদর্শনী:
১৯৭৩ থেকে ১৯৭৮ সাল কলেজের সকল বার্ষিক শিল্পকলা প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ, চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।
১৯৮১ : গ্রুপ Art Exhibition চারু শিল্পী সংসদ আয়োজনে, শিল্পকলা একাডেমী।
২০০৭ : Grand show group art exhibition, অরগানাইজ বাই Saju Art Gallery, ঢাকা।
২০০৭ : Asian Biennale অর্গানাইজ বাই বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা।
২০০৮ : ১০+২ গ্রুপ পেইন্টিং এক্সিবিশন। অর্গানাইজ বাই শিল্পাঙ্গন আর্ট গ্যালারি, ঢাকা।
২০১১ : 8th Art এক্সিবিশন। Organised by সমকাল শিল্পীগোষ্ঠী।
২০১১ : আঙ্গিনা A group Art exhibition অর্গানাইজ by আর্ট সেন্টার গ্যালারি, ঢাকা।
২০১২ : Socity of Artist এক্সিবিশন অরগানাইজ বাই আর্ট সেন্টার, ঢাকা।
২০১৩ : সেকেন্ড আঙিনা এ গ্রুপ অফ পেইন্টার্স এক্সিবিশন, ঢাকা।
২০১৫ : 9th গ্রুপ পেইন্টিং এক্সিবিশন অর্গানাইজ বাই সমকাল শিল্পগোষ্ঠী, ঢাকা।
২০১৬ : 3rd আঙ্গিনা গ্রুপ পেইন্টিং শো জয়নুল গ্যালারি, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
২০১৬ : ইম্প্রেশন আর্ট গ্রুপ পেইন্টিং এক্সিবিশন অরগানাইজ বাই চিত্রক আর্ট গ্যালারি, ঢাকা।
২০১৬ : Contemporary print এক্সিবিশন। অর্গানাইজ বাই শিল্পাঙ্গন গ্যালারী, ঢাকা।।
২০১৭ : 10th group art এক্সিবিশন অরগানাইজ বাই সমকাল শিল্পীগোষ্ঠী, ঢাকা।
২০১৮ : National আর্ট এক্সিবিশন অরগানাইজ বাই শিল্পকলা একাডেমী, ঢাকা।
২০১৮ : গ্রুপ অফ আর্ট এক্সিবিশন "বন্ধু", E M K সেন্টার, ঢাকা।
২০১৮ : আন্তজার্তিক নারী দিবস নারী শিল্পীদের চিত্র প্রদর্শনী, মনি সিং-ফরহাদ স্মৃতি গ্যালারী, ঢাকা।
২০১৯ : গ্রুপ আর্ট এক্সিবিশন "বন্ধু" গ্রুপ।
২০২২ : বন্ধু গ্রুপ চিত্র প্রদর্শনী, সফিউদ্দিন শিল্পালয়, ঢাকা।
২০২৬ : New year art expo painting exhibition কথা বাংলা গ্যালারী, ঢাকা।
২০২৬ : 6th an international group art exhibition গ্যালারী মাফা, ঢাকা।

প্রশিক্ষক: ছোটদের নৃত্য শিক্ষক হিসাবে আজিমপুর লেডিস ক্লাবে ১০ বছর এবং নিবেদিতা ললিতকলা একাডেমি (ওয়েস্টার্ন হাই স্কুল) ১০ বছর নৃত্য শিক্ষক হিসাবে নিয়োজিত ছিলাম।
বিদেশ প্রশিক্ষণ: Tranning programme design and product development on NCDPD New Delhi, India, 2009
সংগ্রহ: দেশে বিদেশে ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ

**শাম্মী ইয়াসমিন**
সাবেক এসিসট্যান্ট চীফ ডিজাইনার।
নকশা কেন্দ্র, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প কর্পোরেশন, ঢাকা।

**বর্তমান**
চিত্রশিল্পী
বাসা- ৮/৬, সুবাস্তু প্রিতুল হাইটস।
আওরঙ্গজেব রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
Shammyiyasmin43@gmail.com
মোবাইল ঃ ০১৩৩৫৭৫৭৭১৯

# ঋতু রঙে আঁকা

## PAINTED THROUGH THE SEASONS

**1ST SOLO PAINTING EXHIBITION**

**BY**

# SHAMMY YASMIN

**18 - 28 September 2026**

**Everyday: from 11.00am - 7.30pm**

সফিউদ্দীন শিল্পালয়

*Safiuddin Shilpalay*

Safiuddin Shilpalay, House 21A (1st floor), Road 4, Dhanmondi, Dhaka - 1205

# ঋতু রঙে আঁকা

## PAINTED THROUGH THE SEASONS


প্রকাশকাল
১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

কৃতজ্ঞতা
শিল্পী আহমেদ নাজির খোকন
শিল্পী শামীম আহমেদ
শিল্পী শামসুল আলম ইন্নান

স্থির চিত্র
শিল্পী সুশান্ত কুমার সাহা অনুপম

প্রচ্ছদ
আদিবা আলমগীর শ্রেয়া

গ্রাফিক্স
শিল্পী মানিক চন্দ্র দে

মুদ্রণ
কালার গ্রাফিক

পরিকল্পনা ও তত্ত্বাবধান
শিল্পী মোঃ আলমগীর